তারিখ ... 23 MAR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ২ ...

প্রথম আলো

প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা আপাতত বহাল থাকছে!

মোশতাক আহমেদ ●

সুপারিশ চূড়ান্ত করেছে কমিটি

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা এখনই উঠিয়ে না দিয়ে আপাতত এটি চালু রাখার পক্ষে মত দিয়েছে সরকারের একটি কমিটি। এ কমিটি মনে করে, জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে ২০১৮ সাল নাগাদ প্রাথমিক শিক্ষার স্তর অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত করা হলে তখন সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে, পরীক্ষাটি বাদ দেওয়া হবে কি না।

অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাস্তর পর্যায়ক্রমে চালুর লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের অবস্থান, প্রাতিষ্ঠানিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সংশ্লেষসহ সামগ্রিক বিষয়গুলো পর্যালোচনা করে সুপারিশ দেওয়ার লক্ষ্যে ওই কমিটি গঠিত হয়। কমিটির ৯ মার্চের এক সভায় প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা বহাল রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়।

জানতে চাইলে কমিটির প্রধান প্রাথমিক ও গণশিক্ষাসচিব হুমায়ুন খালিদ বলেন, তাঁদের এই সুপারিশগুলো শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের নেতৃত্বাধীন মূল কমিটিতে যাবে, সেখানেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে।

এ বিষয়ে কমিটির সদস্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ও জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষার মধ্যে একটি না দুটি থাকবে, তা ঠিক করা হবে ২০১৮ সালের পরে।

প্রতিবছর এই দুই স্তরের পরীক্ষায় প্রায় ৫০ লাখ শিক্ষার্থী অংশ নেয়। পরীক্ষার বিষয়ে কমিটির সিদ্ধান্ত হলো, যে নামেই হোক, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী ও জেএসসি পরীক্ষা চালু থাকবে। পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। মাদ্রাসাসহ অষ্টম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা শিক্ষা বোর্ড নেবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা বোর্ডগুলো প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় করে পরীক্ষা নেবে। তবে সভায় আলোচনা হয়, যেহেতু প্রাথমিক শিক্ষার স্তর অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত হবে, তাই দুটি পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে নতুন নামে একটি পরীক্ষা হতে পারে।

এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, সরকারের উচ্চপর্যায় এখনো এই দুই পরীক্ষা রাখার পক্ষে। তাই তারাও পরীক্ষা অব্যাহত রাখার পক্ষে বলেছে।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা নিয়ে অভিভাবক ও শিক্ষা নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন সংগঠনের আপত্তি রয়েছে। এই পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে গত বুধবার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে স্মারকলিপি দিয়েছে অভিভাবক ঐক্য ফোরাম নামের একটি সংগঠন।

শিক্ষা নিয়ে কাজ করা বেসরকারি সংগঠনগুলোর মোর্চা 'গণসাক্ষরতা অভিযান'-এর গত বছর প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০০৯ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা চালুর পর কোচিং বেড়েছে। ২০১৪ সালের পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য ওই বছর ৮৬ দশমিক ৩ শতাংশ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কোচিং করতে হয়েছে। আর ৭৮ শতাংশ সরকারি বিদ্যালয়ে কোচিং ছিল বাধ্যতামূলক। এই পরীক্ষা নিয়ে পরীক্ষার কেন্দ্রেও একধরনের 'অরাজক' পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় বলে প্রতিবেদনে বলা হয়। এ জন্য গণসাক্ষরতা অভিযান এই পরীক্ষা বাতিলের সুপারিশ করে।

সরকারের ওই কমিটির অন্য সিদ্ধান্তের মধ্যে রয়েছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কোনো প্রতিষ্ঠানকে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান চালুর জন্য নতুন কোনো অনুমতি দেবে না। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রমের অনুমতি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় দেবে। তবে এমপিওভুক্ত এ ধরনের বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা আপাতত শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে দেওয়া হবে। পর্যায়ক্রমে বিষয়গুলো প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে আসবে।